খুনী পেলো ক্ষমা

তাবাস্‌সুম মোসলেহ

অঙ্কন:
আহম্মেদ তাওহীদ রাফি

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

১.

আমার জন্ম কাফরা নামক এলাকায়। যা সবুজ অরণ্যে ঘেরা দারুণ একটি দেশে অবস্থিত।

তবে সে দেশটি যেমন সুন্দর, সেখানকার মানুষ তেমনই খারাপ। তাদের মন তেমনই কুৎসিত। সেখানে সব চোর-ডাকাত, খুনি আর নেশাখোরদের আড্ডাখানা। এমন কোনো পাপ কাজ ছিল না, যা তারা করত না।

একটি ধার্মিক পরিবারে জন্মেছিলাম বলে কিছুটা বোধ ছিল আমার ভেতর। ধর্মের কিছু পেয়েছিলাম পরিবার থেকে; কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হয়নি। পাপীদের সঙ্গ পেয়েই বেড়ে উঠেছি। কতটুকু ভালোই বা আমার থেকে আশা করা যায়?

একসময় আমি নিজেও একজন খুনিতে পরিণত হই।

প্রথম এ অপরাধ করতে আমার অনেক ভয় লেগেছিল। আমার বিবেক তখনো জাগ্রত ছিল। খারাপ লাগত। নিজের মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করত। বিবেক আমাকে নাড়া দিত। এরপর যত খুন করতে থাকি, ততই আমি অমানুষ হতে থাকি। আমার বিবেকবোধ মরে যায়। আমার মধ্যে থাকা মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়। ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা একসময় আমি হারিয়ে ফেলি। মায়া-দয়া বলতে কিছুই ছিল না আমার। নির্দয় নিষ্ঠুর হয়ে পড়ি।

মস্ত উট ও দুষ্ট হিজরবাসী

তাবাস্‌সুম মোসলেহ

অঙ্কন:
আহম্মেদ তাওহীদ রাফি

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

১. আজব শহর হিজর

হিজর নগরী। আরবের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত। চারদিকে মরুভূমির ধু-ধু বালু। এরই মাঝে গড়ে উঠেছে এই শহর। শহরটিতে রয়েছে বিশাল বিশাল অট্টালিকা। এগুলো ইট-কাঠ দিয়ে বানানো হয়নি। বানানো হয়েছে পাহাড় কেটে। অট্টালিকাগুলো চমৎকার কারুকার্যখচিত। আর রয়েছে তাদের উপাস্য-দেবতারা। পাহাড়ের পাথর কেটে বানানো বড় বড় মূর্তি।

এই শহরের অট্টালিকাগুলো দেখলেই বোঝা যায়, এখানকার অধিবাসীরা কত শক্তিশালী, কত সমৃদ্ধ। পাহাড় কেটে এমন অট্টালিকা তৈরি করতে অনেক শক্তির প্রয়োজন। তারা শুধু গায়ের বলেই শক্তিশালী ছিল না, ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি,

ধন-সম্পদেও সমৃদ্ধ।

ইতিহাসে এরা 'সামুদ জাতি' নামে পরিচিত। তবে মহান আল্লাহর দেওয়া এত নিয়ামাত লাভ করেও তারা ছিল তাঁর অবাধ্য। মূর্তিপূজাসহ বিভিন্ন রকম শিরক ও নিকৃষ্ট কাজে তারা লিপ্ত ছিল।

এক বিকেলের দৃশ্য,

সামুদ জাতির নেতাদের কজন রাস্তার
ধারে বসে গল্প করছিল। সারাদিনের কাজ শেষে বাড়ি
ফিরছে ব্যস্ত মানুষজন। কারও শরীরে ক্লান্তির চিহ্ন,
কারও মুখে প্রাপ্তির হাসি।
কারও চেহারায় আভিজাত্যের ছোঁয়া,
কারও চেহারায়
দারিদ্রের ছাপ। তারা বসে বসে ঘরে
ফেরা মানুষদের দেখছিল, আর নিজেদের
মধ্যে কথা বলছিল।
- শুনলাম তুমি নাকি গতকাল মন্দিরে
অনেক দান করে এসেছ।

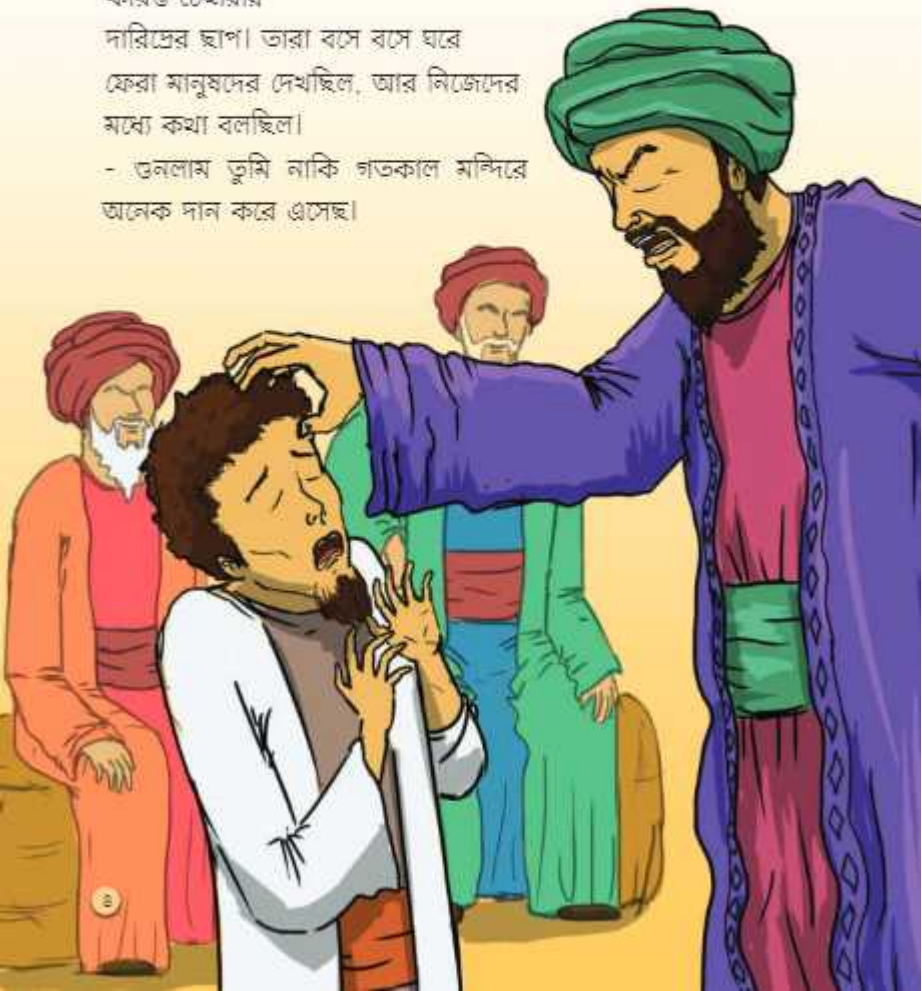

জালুত ও সাহসী বালক

তাবাস্‌সুম মোসলেহ

অঙ্কন:
আহম্মেদ তাওহীদ রাফি

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

তখন আল্লাহ তাদের শাস্তি হিসেবে ৪০ বছর মরুভূমির উন্মুক্ত কারাগারে আটকে রাখেন।

শাস্তি ভোগের পর বনি ইসরাঈলিরা যুদ্ধ করে ফিলিস্তিন দখল করতে সক্ষম হয়। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পর তারা ধীরে ধীরে আবার আল্লাহর অবাধ্য হতে লাগল। এমনকি একপর্যায়ে তারা মূর্তিপূজা শুরু করল, বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হলো, তাদের নবির অবাধ্য হতে লাগল। তখন আল্লাহ তাদের শায়েস্তা করতে তাদের ওপর জালুতকে ক্ষমতার মসনদে বসিয়ে দিলেন। ফলে তারা নিজেদের ভূমিতেই অত্যাচারি শাসক জালুতের হাতে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে লাগল।

এখান থেকেই আমাদের কাহিনি শুরু—যখন জালুতের অত্যাচারে বনি ইসরাঈলিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ইফাসাসের সাহসী যুবকেরা

তাবাস্‌সুম মোসলেহ

অঙ্কন:
আহম্মেদ তাওহীদ রাফি

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

আত্মকাহিনির শুরু

আমার পরিচয়:

রোম। খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর শুরুর দিককার সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য। ছবির মতো সুন্দর, শিক্ষার আলোয় আলোকিত, লোকজনের হইহই রবে সরব, ঘোড়ার প্রতিযোগিতার উচ্ছ্বাস আর গ্ল্যাডিয়েটরদের তলোয়ারের ঝনঝনানিতে মুখরিত—রোম।

আমার দেশ, আমার ভালোবাসা।

আমার জন্ম রোমের ইফাসাস নামক একটি সমৃদ্ধশালী শহরে। অন্য যেকোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের আদরের ছেলের মতো আমার ছোটবেলাও কেটেছে পড়াশোনা আর খেলাধুলায়।

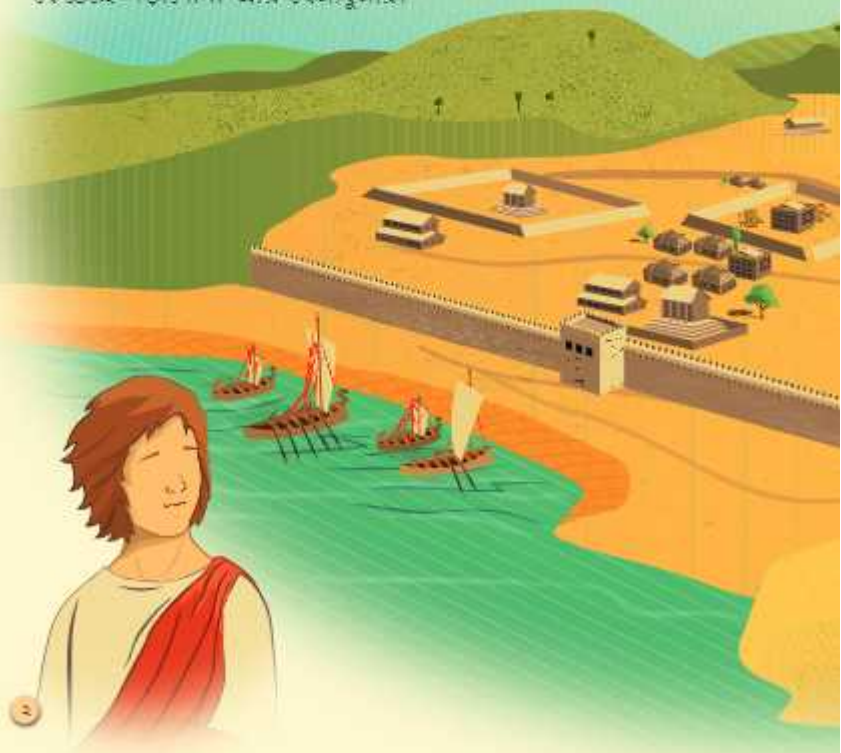

যৌবনে পা দিয়েই তলোয়ার ধরেছি, শিখেছি ঘোড়ার পিঠে চেপে তির ছোড়া।

কিন্তু এই শিক্ষাদীক্ষা, আরাম-আয়েশের ভিতরে আমার মনে প্রায়ই প্রশ্ন জাগত, কীসের জন্য এইসব? কেন করছি এগুলো? কে-ই বা এই আমি? কেন এসেছি এই পৃথিবীতে?

এসব চিন্তা প্রায়ই আমার মনকে মেঘলা করে দিত। আমার পরিজন, সমবয়সী বন্ধুদেরও এসব বলতে আমি দ্বিধা করতাম। কারণ, আমার প্রশ্নগুলোকে তাচ্ছিল্য করে তারা আমার ওপর যখন হাসাহাসি করত, তখন নিজেকে খুব একাকী অনুভব করতাম।

বালক এবং জাদুকর

তাবাস্‌সুম মোসলেহ

অঙ্কন:
আহম্মেদ তাওহীদ রাফি

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

ইয়েমেনের কুখ্যাত জুলুমবাজ রাজা যু-নাওয়াস সিংহাসনে বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার সভাসদ, মন্ত্রী ও কর্মকর্তারা। যারা তার খুবই অনুগত। সৈন্যরাও তার হুকুম পোনামাত্র তা তামিল করে।

যু-নাওয়াস ছিল চরম অহংকারী আর স্বৈরাচারী একজন রাজা। গোটা রাজ্যে সব সময় সে ত্রাস সৃষ্টি করে রাখত। কোনো মানুষ যেন তার নেতৃত্ব আর রাজত্বের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য সে সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখত। কারও ব্যাপারে এমনটা জানতে পারলে তাকে কঠিন শাস্তি দিয়ে হত্যা করত।

নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যু-নাওয়াস পেশি শক্তির পাশাপাশি আরও একটি শক্তিকে কাজে লাগাত। তা ছিল কালো জাদুর শক্তি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাদুকরকে সে তার কুমতলব বস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত।

এ জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সে সবচেয়ে অভিজ্ঞ আর ধুরন্ধর জাদুকরদের খুঁজে খুঁজে বের করত। এদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ জাদুকরকে বানানো হতো রাজ-জাদুকর।

যু-নাওয়াসের রাজ-জাদুকর হিসেবে বর্তমান যিনি আছেন, তিনি এই সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে অভিজ্ঞ আর ধুরন্ধর একজন জাদুকর।

অলৌকিক দেয়ালের আড়ালে

তাবাস্‌সুম মোসলেহ

অঙ্কন:
আহমেদ তাওহীদ রাফি

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

ভূমিকা

সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছেন যুল-কারনাইন। সন্ধ্যার আকাশে লাল, গোলাপি, বেগুনি প্রভৃতি নানান রঙের আভা, মাঝখানে ডিমের কুসুমের মতো কমলারঙা সূর্যটা ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে, যুল-কারনাইনের ভেজা চোখের আয়নায় সেটার প্রতিচ্ছবি।

তার পেছনে অসংখ্য লোকের ভিড়। একদিকে সীমান্তজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সুবিশাল সেনাবাহিনী। অন্যদিকে সমুদ্র তীরের বাসিন্দারা অপেক্ষা করছে। তাদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ।

কে এই সম্রাট? কোত্থেকে এসেছে? দানবের মতো বাহিনী নিয়ে কী অনিষ্ট করতে এসেছে সে আমাদের দেশে? কী করবে আমাদের সাথে? মেরে ফেলবে? সব লুট করে নেবে? আমাদের মা-বোনদের অপহরণ করবে? সাধারণত রাজারা তো এসব করতেই আসে।

১.

যুল-কারনাইনের জন্ম পৃথিবীর মাঝামাঝি একটি দেশে। তিনি রাজবংশীয়; কিন্তু প্রাচুর্য ও আধিপত্যের দিক দিয়ে তিনি তার বংশের অন্য সব রাজাদের থেকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছেন। শুধু নিজ দেশের রাজা হয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আশেপাশের অঞ্চলগুলোও সব জয় করে করায়ত্ত করেন। তার রাজ্যের আয়তন যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তার ধনসম্পদ, প্রতিপত্তি ও সামরিক সক্ষমতা ততই

বাড়ছিল। তাই বলে তিনি অন্য রাজাদের মতো জুলুমে লিপ্ত হননি। কিংবা উচ্চতর কোনো রাজপ্রাসাদ নির্মাণে মশগুল হয়ে পড়েননি। তিনি বরং ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজ রাজ্যে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজ্যের সব জায়গায়ই যখন তার জয়জয়কার, প্রজাদের মুখেমুখে যখন তার সুনাম-সুখ্যাতি, এমন এক সময়ে যুল-কারনাইন ভাবলেন, 'এখানেই থেমে গেলে চলবে না। আমাকে সারা বিশ্বে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।'

যেই ভাবা, সেই কাজ। বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে এগোলেন পশ্চিম দিকে। যেই দেশের ওপর দিয়েই যাচ্ছিলেন, সেখানেই তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। এভাবে চলতে চলতে অবশেষে এক সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছান। তখন সারাদিনের ক্লান্ত সূর্য ডুবি ডুবি করছে। আকাশে ছড়িয়ে আছে সূর্যাস্তের আভা। অপূর্ব দৃশ্য তিনি বিস্ময়ের সাথে দেখছিলেন।

'এত সুন্দর এই পৃথিবী! যিনি এই সব সৌন্দর্য বানিয়েছেন, তিনি কতই না সুন্দর!' ভেবে তার দুচোখ ছলছল করছে।

দেখতে দেখতে কমলারঙা সূর্যটা লুকিয়ে পড়ল সমুদ্রের কালো আঁচলে।

যুল-কারনাইন ঘুরে দাঁড়ালেন। সেখানকার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনাদের মধ্যে যারা অন্যায় করবে, আমি তাদের অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেবো, তা ছাড়াও মৃত্যুর পর তাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে এর চেয়েও কঠিন শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস

তোমার অনুভূতি...